

সূরা আর রা'দ-১৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর বিষয়বস্তুও এই বক্তব্যের সমর্থন করে। অবশ্য কিছু কিছু আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেও অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন আতা'র মতে ৪৮নং আয়াত, কাতাদার মতে ৩২ নং আয়াত এবং অন্যান্য কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে ১৩-১৫ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা ইউনুসে (১০ সূরা) বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যখনই কোন নবী-রসূলের আবির্ভাব ঘটে তখন সমসাময়িক লোকেরা নবী-রসূলগণের অস্তীকারজনিত কারণে ঐশ্বী শাস্তির সম্মুখীন হয়, অথবা তাদের স্তরকর্মের বিনিময়ে তাদের প্রতি ঐশ্বী অনুকম্পা প্রদর্শিত হয়। সূরা হুদে (১১ সূরা) ঐশ্বী শাস্তির বিষয়ে ও সূরা ইউসুফে (১২ সূরা) ঐশ্বী অনুকম্পার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোকপাত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী তিন সূরাতে হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি অবতীর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণতা লাভ করবে অর্থাৎ হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর উত্থান ও বিজয় কীরণে সম্পন্ন হবে এবং অন্যান্য সকল ধর্মের উপর ইসলাম কীভাবে প্রাধান্য লাভ করবে সেই সব বিষয়ে বর্তমান সূরাতে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

[এ সূরায় 'আলিফ লাম মীম' ছাড়াও 'রা' অক্ষরটি সংযোজিত হয়েছে। 'আলিফ লাম মীম রা' এর পূর্ণ অর্থ হলো 'আনাল্লাহু আ'লামু ওয়া আরা' অর্থাৎ আমি আল্লাহ সবচেয়ে বেশি অবগত এবং আমি দেখি।

এ সূরায় বিশ্বজগতের এক্রপ গুপ্ত রহস্যবলীর দ্বার উন্মোচন করা হচ্ছে, যার সম্পর্কে হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) সরাসরি কিছুই জানতেন না। এতে এর প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে, এর পূর্বে তোমার [অর্থাৎ হ্যরত মুহাম্মদ (সা:)] এর] কাছে যেসব সংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোও নিশ্চয় এক অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বিশ্বজগতের রহস্যবলীর মাঝ থেকে সবচেয়ে যে মৌলিক বিষয়টি এ সূরায় উপস্থাপন করা হয়েছে তা হলো মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। বলা হয়েছে, পৃথিবী ও আকাশ নিজেই ঘটনাক্রমে নিজেদের কক্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না, বরং সমগ্র জ্যোতিক্ষমতলীর মাঝে এক্রপ একটি অস্তনিহিত শক্তি কাজ করে যাচ্ছে, যা তোমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছ না। এ শক্তির ফলশ্রুতিতে সমগ্র জ্যোতিক্ষমতলী নিজেদের কক্ষে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যেন এগুলোকে স্তম্ভে উঠিয়ে রাখা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এ ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকেন। এখানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ নেই।

এ সূরায় অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে আল্লাহ তাআলা স্বচ্ছ পানির মাধ্যমে পৃথিবীর সব কিছুর জীবন দান করেছেন। সমুদ্রের পানি যারপরনাই লবণাক্ত হয়ে থাকে। এ দিয়ে স্থলভাগে বসবাসকারী প্রাণীকূল এবং গাছপালা জীবন লাভ করার পরিবর্তে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়। সমুদ্রের পানি পরিশুন্দ করে বাঞ্চাকারে উঁচু পাহাড়পর্বতে নিয়ে যাওয়া, এরপর সেখান থেকে এর বর্ষিত হওয়া এবং সমুদ্রের দিকে পুনরায় ফিরে যেতে যেতে চারদিকে জীবনের স্পন্দন লাভের প্রক্রিয়ার কথা এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার সাথে আকাশের বিদ্যুতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যা সমুদ্র থেকে জলীয়বাস্প উঠার ফলেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অন্যদিকে মেঘের মাঝে বিদ্যুতের গর্জন ছাড়া পানিও ফেঁটার আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হতে পারে না। এ বিদ্যুতের গর্জন কোন কোন সময় এত ভয়াবহ হয়ে থাকে যে কোন কোন মানুষের জন্য তা জীবনদায়ী হওয়ার পরিবর্তে তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে যায়। এ জন্য বলা হয়েছে, এক্রপ সময়ে ফিরিশ্তারা আল্লাহ তাআলার সমীপে থৱ্যথৱ্য করে কাঁপতে থাকে। এর পূর্বে আল্লাহ তাআলা এ কথাও বলে দিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষের সুরক্ষার জন্য তার সামনে ও পিছনে এক্রপ গোপন সুরক্ষাকারী থাকে, যারা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার আদেশে তার সুরক্ষা করে থাকেন। এটি এক গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এখানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু যার সামর্থ্য আছে সে এর গভীরে প্রবেশ করে প্রজ্ঞার মণিমুক্তা বের করে আনতে পারে।

এরপর এ সূরায় এ কথাও বলা হয়েছে, আমরা সবকিছুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। আরববাসীরা এতটুকুতো জানতো যে খেজুরের জোড়া হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য গাছপালা ও ফলফলাদি সম্পর্কে তাদের এ কল্পনাও ছিল না যে এগুলোও জোড়া জোড়া হয়ে থাকে। অতএব এটি একটি নৃতন বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, যা আজকের বৈজ্ঞানীরা গভীরভাবে বুঝে গেছেন। তাদের বর্ণনানুযায়ী কেবল প্রত্যেক জীবিত উদ্ধিদেই জোড়া থাকে না, বরং 'মলিকিউল' ও 'এ্যাটম' এর মাঝেও জোড়া থাকে। Matter (পদার্থ) এর বিপরীতে Anti-Matter এরও এক জোড়া আছে। সমগ্র বিশ্বজগতকে যদি একীভূত করে দেয়া হয় তাহলে এর ইতিবাচক পদার্থ এর নেতৃত্বাচক পদার্থের সাথে মিলে অনস্তিত্বে পরিণত হয়ে যাবে এবং অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসার দর্শনের সমাধানও এ আয়াতের অস্তনিহিত অর্থ থেকে খুঁজে পাওয়া যায়।

এরপর এ সূরায় রসূলুল্লাহ সল্লাহুল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লামের শক্রদের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে যে এই মহান নবী (সা:) ও তাঁর সাহাবাগণ কিভাবে পরাজিত হতে পারেন যেক্ষেত্রে তাঁদের জমিন বিস্তৃত হয়ে চলেছে এবং তাঁদের শক্রদের জমিন সঙ্কুচিত হয়ে চলেছেঃ এরপর হযরত রসূলুল্লাহ (সা:)কে এ বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে, তুমি নিজের চোখে ইসলামের বিজয় দেখ বা না দেখ অবশ্যে নিশ্চয় তোমার ধর্মকে আমরা পৃথিবীতে জয়যুক্ত করবো (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে])

শিরোনাম

সূরাটির অন্তর্নিহিত মূলভাব প্রকৃতপক্ষে তা-ই যা উপরে উল্লেখ করা হলো। এই মূলভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে আর রাঁদ বা বজ্র। বৃষ্টির সাথে সাথে যেমন বজ্র ও বিদ্যুৎ থাকবে, ঠিক তেমনি সঙ্গত কারণেই ঐশী বৃষ্টি বা কুরআনের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেও আধ্যাত্মিক বজ্র ও বিদ্যুতের আর্বিভাব ঘটেছে। ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তিই সেই বজ্র-শক্তি। যারা একে তরবারি দিয়ে ধ্রংস করতে চায় তারা তরবারি দ্বারাই ধ্রংস প্রাণ হবে। আর যারা এর প্রতি আনুগত্য করে তারাই পরিণামে সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হবে।

সূরা আর রাঁদ-১৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ৪৪ আয়াত এবং ৬ রংকু

১। ^كআল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

২। ^كআনাল্লাহ আল্লামু ওয়া আরা^{۱۸۱۹} অর্থাৎ আমি আল্লাহ । আমি সবচেয়ে বেশি জানি । আর আমি দেখি । ^كএগুলো পরিপূর্ণ কিতাবের আয়াত । আর তোমার প্রতি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবর্তীর্ণ হয়েছে তা সত্য । কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না ।

৩। তিনিই ^كআল্লাহ, যিনি কোন স্তুতি ছাড়াই আকাশসমূহ উঁচু করেছেন^{۱۸۲۰} যেভাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ । এরপর তিনি আরশে^{۱۸۲۰-ক} অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং ^ك(তোমাদের) সেবায় সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়োজিত করেছেন । এদের প্রতিটি এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে ভেসে) চলেছে । ^كতিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন (এবং) তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিতে দৃঢ়বিশ্বাস রাখ ।

৪। আর ^كতিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং এতে পাহাড়পর্বত ও নদনদী সৃষ্টি করেছেন । আর এতে প্রত্যেক প্রকার ^كফল জোড়া জোড়া করে^{۱۸۲۱} দুই লিঙ্গে সৃষ্টি করেছেন । ^كতিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন । নিশ্চয়ই এতে চিত্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নির্দর্শন রয়েছে ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَرْءُ تَلِكَ أَبْيَاتُ الْكِتَبِ وَالْأَذْيَنِ
أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ①

أَللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوْى عَلَى العَرْشِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ هُنَّ مَنْ يَجْرِي لِأَجَلٍ
مَسْمَىٰ مِنْ دِيْرٍ لَا مَرَأْ يُفَصِّلُ الْأَيْتِ
لَعَلَّكُمْ يُلِقُّهُ رَبِّكُمْ تُؤْقَنُونَ②

وَهُوَ الَّذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَابِيَّ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرِ
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُعْشِي الَّيْلَ
النَّهَارَ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ③

দেখুন : ক. ১৪১; খ. ২৪২; গ. ১৩৪২০; ৩২৪৩-৪; ঘ. ৩১৪১১; ঙ. ৭৪৫৫; ১৬৪১৩; ২৯৪৬২; ৩১৪৩০; ৩৫৪১৪; ৩৯৪৬; চ. ৩২:৬; ছ. ১৫:২০; ১৬:১৬; ২১৪৩২ ; জ. ৩৬৪৩৭; ৫১৪৫০; ঝ. ৭৪৫৫; ৩৯৪৬ ।

১৪১৯। পূর্বের ১০,১১এবং ১২নং সূরার আরঙ্গ ‘আলিফ লাম রা’এই তিনটি বর্ণ দ্বারা । বর্তমান সূরার শুরু আলিফ লাম মীম রা এই চারটি বর্ণ দ্বারা । সংক্ষিপ্ত বর্ণমালার এই পার্থক্য ইঙ্গিত করেছে যে পূর্ববর্তী তিন সূরার বিষয়বস্তু থেকে এই সূরার বিষয়বস্তু কিছুটা ভিন্নতর । এই চারটি বর্ণ দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে— আমি আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদ্বন্দ্ব। এখানে ‘জ্ঞান’ বা ‘জানা’ গুণবাচক বিশেষণটি পূর্ববর্তী সূরায় উল্লেখিত দেখা বা ‘দর্শন’ বিশেষণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে । অর্থাৎ সর্বদ্বন্দ্ব গুণের সঙ্গে সর্বজ্ঞ গুণের সংযোজন করা হয়েছে ।

১৪২০। এই আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে : (১) তোমরা দেখতে পাও যে আকাশসমূহ স্তুতি ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে, (২) আকাশ এমন স্তুতির উপর দণ্ডয়মান নয় যা তোমরা দেখতে পার, অর্থাৎ ওদের অবলম্বন রয়েছে কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না । শান্তিক অর্থে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় আকাশসমূহ বিনা স্তুতেই দণ্ডয়মান রয়েছে । আলংকারিক বা রূপক অর্থে নভোমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে যথা চন্দ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রার্জি তা অবলম্বনের উপর দণ্ডয়মান, কিন্তু মানব-চক্ষে তা দৃষ্টিগোচর হয় না । দৃষ্টান্তস্বরূপ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা চূম্বক শক্তি বা প্রহরার্জির বিশেষ গতিবিধি বা অন্যান্য উপাদান বা উপকরণ যা বিজ্ঞন অন্যাবধি আবিষ্কার করেছে বা ভবিষ্যতে যা করবে ।

★ ৫। *আর পৃথিবীতে পাশাপাশি অবস্থিত (বিভিন্ন প্রকারের) ভূখণ্ড রয়েছে এবং বহু আঙ্গুর বাগান, শস্যক্ষেত এবং খেজুর গাছও (রয়েছে)। (এগুলো) একই মূল থেকে গজিয়ে ওঠে এবং (অন্যগুলো) এভাবে গজায় না। (এ সবই) একই পানি দিয়ে সিঞ্চিত। *'অথচ ফলের^{১৪২২} দিক থেকে আমরা একটিকে আরেকটির চেয়ে উৎকৃষ্টতা দান করেছি। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নির্দশন রয়েছে।

৬। *'আর (এদের অঙ্গীকার করায়) তুমি অবাক হয়ে থাকলে এদের এ কথা যে আরও বিশ্বাসকর (যখন এরা বলে), 'আমরা মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদেরকে নতুন এক সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করা হবে?' এরাই এদের প্রভু-প্রতিপালককে অঙ্গীকার করেছে। *'এদেরই গলায় থাকবে শিকল'^{১৪২৩} এবং এরাই হবে আগন্তনের অধিবাসী। সেখানে এরা দীর্ঘকাল থাকবে।

★ ৭। *আর এরা (নিজেদের জন্য) তোমার কাছে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ চাইতে বেশি আগ্রহী, যদিও এদের পূর্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ঘটনা ঘটে গেছে। আর মানুষের যত্নম করা সত্ত্বেও তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের প্রতি নিশ্চয় বড়ই ক্ষমাশীল। *আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক শাস্তি প্রদানে নিশ্চয়ই কঠোর।

দেখুন : ক. ৬৪১০০; ১৬৪১২ খ. ১৬৪১৪; ৩৯৪২২ গ. ২৭৪৬৮; ৩৭৪১৭; ৫০৪৪ ঘ. ৩৬৪৯; ৭৬৪৫ ঙ. ২২৪৪৮; ২৯৪৫, ৫৫ চ. ৪১৪৪৮; ৫৩৪৩৩।

১৪২০-ক। আরশ্ অর্থ সিংহাসন। কুরআন করীমে এই শব্দ আধ্যাত্মিক বা পার্থিব বিধানের পূর্ণতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পার্থিব রাজা-বাদশাহদের প্রচলিত রীতির সঙ্গে এই প্রকাশভঙ্গির সাদৃশ্য রয়েছে। তারা (বাদশাহ) গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সিংহাসনে বসেই দিয়ে থাকেন।

১৪২১। যদিও এই আয়াত শুধু ফলের প্রতি ইঙ্গিত করেছে, অন্যত্র কুরআন করীম ব্যক্ত করেছে যে আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন (৩৬৪৩৭, ৫১৪৫০)।

এটা এমন এক বাস্তব সত্য যা সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআনই সর্বপ্রথম বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেছে। বৈজ্ঞানিকগণ অজৈব পদার্থের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ অর্থাৎ জোড়া আবিষ্কার করার কাজে লেগে গেছেন। এই আয়াত এই বাস্তব ঘটনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যে প্রাকৃতিক বিধান বা নিয়মের অধীনে সকল বস্তুরই যেমন জোড়া রয়েছে, তেমনি মানবের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। স্বর্গীয় জ্যোতি বা নূর যদি মানব বুদ্ধির উপর পতিত না হয় তবে মানুষ প্রকৃত জ্ঞান পেতে পারে না। ইলহাম এবং মানবের বুদ্ধিশক্তি এই দুয়োর সংযোজন বা সম্মিলন নির্ভুল ও সত্য জ্ঞানের জন্ম দেয়।

১৪২২। এই বাক্য বুঝাচ্ছে যে একই পানি সিঞ্চিত বৃক্ষরাজি স্বাদে ও রসে ভিন্ন ভিন্ন ফল দিয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর রসূল (সাঃ) একই শহরে এবং একই জনগোষ্ঠীতে বাস করে কেন তাদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবেন না, বিশেষত তিনি যখন ওই ইলহাম-ভিত্তিক জীবনীশক্তির দ্বারা প্রতিপালিত এবং বিরুদ্ধবাদীরা শয়তানের অধীনে লালিত?

১৪২৩। গলায় শৃঙ্খল অর্থাৎ তাদের মিথ্যা বিশ্বাস এবং দুর্কর্মের শিকল।

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعَةٌ مُتَجَوِّزَةٌ وَجَنَثٌ
مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صَنْوَانٌ وَ
غَيْرُ صَنْوَانٍ يُشْقَى بِمَاءٍ وَاجِهٌ
نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرٌ لِّقُومٍ يَعْقِلُونَ^৫

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا
تُرْبَابًا إِرَاتًا لَفِي خَلِيقٍ جَدِيدٍ وَأُلَئِكَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ هُوَ أُلَئِكَ
الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَئِكَ أَصْحَبُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ^৬

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
الْمُتُلْتُ دَوَانَ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ
لِلْمُتَّكَسِّ عَلَى ظُلْمِهِمْ هُوَ رَبُّكَ
لَشَوِيدُ الْعَقَابِ^৭

৮। ‘আর যারা অঙ্গীকার করেছে তারা বলে, ‘তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি কোন নির্দেশন^{১৪২৪} অবতীর্ণ করা হয়নি কেন?’ (বলে দাও) ‘তুমি একজন সতর্ককারী
[৮] মাত্র। আর প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন পথপ্রদর্শক হয়ে
৭ থাকে।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ
أَيَّةً مِنْ رَبِّهِ لَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلَكُلَّ
قَوْمٍ هَادٍ

৯। প্রত্যেক স্তী-জাতীয় প্রাণী (গর্ভে) যা ধারণ করে এবং জরায়ু যে অপরিণত গর্ভপাত করে আর (জরায়ু) যা পরিবর্ধন করে তা ‘আল্লাহ জানেন^{১৪২৫}। ‘আর তাঁর কাছে সবকিছুর এক পূর্ণ পরিমাপ আছে।

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثىٰ وَ مَا
تَغْيِضُ الْأَرْضًا دُمَّاً مَتَرْدَادُهُ كُلُّ شَيْءٍ
عِنْدَهُ يَمْقَدَّارٌ

১০। ‘তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত, অতি মহান (ও) সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

عَلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ
الْمُتَعَالٌ

১১। তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি কথা গোপন করে আর যে তা প্রকাশ করে এবং যে রাতে লুকিয়ে থাকে আর দিনে (প্রকাশে) চলা ফেরা করে (এরা সবাই আল্লাহর দৃষ্টিতে) সমান^{১৪২৬}।

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ
جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفَ بِاللَّيْلِ وَ
سَارَبْ بِالنَّهَارِ

১২। তাঁর পক্ষ থেকে এ (রসূলের) জন্য তাঁর সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী^{১৪২৭} (ফিরিশ্তাদের) এক দল নিযুক্ত আছে, যারা আল্লাহর আদেশে তাঁর সুরক্ষা করে। নিশ্চয় ‘আল্লাহ’ কখনো কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তাঁরা তাদের মনমানসিকতায় পরিবর্তন না আনে। আর আল্লাহ যখন কোন জাতির মন্দ পরিণামের সিদ্ধান্ত নেন তখন কোনভাবেই তা টলানো সম্ভব নয়। আর তিনি ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

لَهُ مُعَقِّبٌ وَّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ
خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً
فَلَا مَرَدَّ لَهُ جَدَّ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَالِّ

দেখুন : ক. ৬৪৩৮; ১০৪২১ খ. ১১৪১৩; ৩৫৪২৪ গ. ৩৫৪১২; ৮১৪৪৮ ঘ. ১৫৪১২ ঙ. ৬৪৭৪; ৯৪৯৪; ৫৯৪২৩; ৬৪৪১৯ চ. ৮৪৫৪।

১৪২৪। ‘আয়াতুন’ নির্দেশন বা চিহ্ন। সর্বক্ষেত্রেই এর অর্থ শান্তি বা আয়াবের নির্দেশন, যদি না সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ ভিন্ন অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১৪২৫। পূর্বের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে, বিশ্বের সকল বস্তুরই জোড়া রয়েছে এবং আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ বিশ্বের ব্যক্তি পুরুষ-সুলভ প্রভাব বিস্তার করে এবং স্ত্রী-সুলভ ব্যক্তিরা সেই প্রভাব গ্রহণ করে থাকে। বর্তমান আয়াতে ব্যক্তি হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) এর ব্যক্তিস্তার মধ্যে আধ্যাত্মিক পুরুষস্তার আবির্ভাব ঘটে যার সমর্থন বা ছাপ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক মর্যাদার উন্নীত হতে পারে না। এই আয়াত আরো প্রকাশ করছে আল্লাহ তাআলাই ভালভাবে জানেন যে মক্কাবাসীদের প্রকৃতিগত সামর্থ্য ও স্বাভাবিক যোগ্যতা স্বর্গীয় নেয়ামতের প্রভাব গ্রহণ করবে, না শয়তানী প্রভাবে পরিচালিত হবে এবং কোন প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর কোন্তি বিলুপ্ত হবে। যারা রসূল করীম (সাঃ)কে গ্রহণ করে এবং তাঁর ছাপ থাপ্ত হয় তারা উন্নতি করবে, প্রভাবশালী ও শক্তিশালী হবে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা ক্রমশ দূর্বল হয়ে লোপ পেতে থাকবে।

১৪২৬। আঁ হ্যরত (সাঃ) এর শক্তিদের প্রকাশ্য বা গুণ বৃদ্ধ্যন্ত সফল হতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলা, যিনি সর্বদ্বিষ্ট এবং তাদের সকলকে জানেন, তিনিই তাঁর সাহায্যকারী এবং আশ্রয়দাতা।

১৩। *তিনি ভীতি ও আশা^{۱۸۲۸} (সংগ্রহ) করতে তোমাদেরকে বিদ্যুতের (চমক) দেখান এবং ঘন মেঘ (ওপরে) উঠান।

১৪। আর বজ্রধনি তাঁর প্রশংসাসহ (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে *এবং তাঁর ভয়ে ফিরিশ্তারাও (তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে)। *আর তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে চান এর মাধ্যমে বিপদাপন্ন করেন। তারা আল্লাহ সম্পর্কে বাক্বিতভা করে থাকে, অথচ তিনি শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

★ ১৫। প্রকৃত দোয়া^{۱۸۲۹} কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে থাকে। আর তাঁকে বাদ দিয়ে *এরা যাদের ডাকে তারা এদের ডাকে কোন সাড়াই দেয় না। (এরা) ঠিক সেই ব্যক্তির মত, যে পানির জন্য দু'হাত বাড়ায় যেন তা নিজে নিজে তার মুখে পৌঁছে যায় কিন্তু তা কখনো তার কাছে পৌছাবার নয়^{۱۸۳۰}। *আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থতার আবর্তে ঘুরতেই থাকে।

৮
জন্ম
নে ১৬। আর যারা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তারা এবং তাদের ছায়াও স্বেচ্ছায় হোক বা অনিষ্টায়^{۱۸۳۱} হোক সকালসন্ধ্যায় আল্লাহকেই সিজদা করে।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ يُنْشِئُ السَّحَابَ بِالثِّقَالِ^{۱۷}

وَ يُسَيِّحُ الرَّغْدَ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ
مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُزِيلُ الصَّوَاعِقَ
فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَ هُمْ يُجَاهُونَ
فِي النَّوْرِ وَ هُوَ شَوِيهُ الْعَوَالِ^{۱۸}

لَهُ دَعَوْةُ الْحَقِّ وَ الْأَذْيَنَ يَدْعُونَ مِنْ
دُوْزِهِ لَا يَسْتَحِيُّونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ
إِلَّا كَبَآ سِطْ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغُ
فَاهُ وَ مَا هُوَ بِمَأْلِغِهِ وَ مَا دُعَاءُ
الْكُفَّارِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ^{۱۹}

وَ يَلِلُهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ ظَلَلُهُمْ
بِالْغُدُوِّ وَ الْأَصَالِ^{۲۰}

দেখুন : ক. ৩০৮২৫; খ. ১৬৮৫১; ৮২৯৬; গ. ২৪৮৪৪; ঘ. ৩৫৮১৪; ৪০৮২১; ঙ. ৪০৮৫১।

১৪২৭। 'আল মুয়া'ক্কিবাতুন' অর্থ রাত এবং দিনের ফিরিশ্তারা, কারণ তারা ক্রমপর্যায়ে একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়। এখানে বন্ধবচনে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার হওয়ার কারণ হলো, একই কাজ তারা (ফিরিশতা) পুনঃ পুনঃ করছে। আরবী ভাষায় কোন কোন সময় স্ত্রীলিঙ্গসূচক শব্দ জোরালো ভাব প্রকাশ করার জন্য এবং বার বার সংঘটিত হওয়ার অবস্থা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই আয়তে 'সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী (ফিরিশতাদের) এক দল' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার অশরীরী ঐশ্বী অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করেছে, অথবা নরী করীম (সা:) এর ফিদায়ী সহাবারা যাঁরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও আঁ হ্যরত (সা:) এর নিরাপত্তায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন তাঁদেরকে বুঝাচ্ছে।

১৪২৮। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন মানুষের মনে ভয় এবং আশা উভয়েরই সংগ্রহ হয়। ভয়ের উদ্দেক হয়, কারণ বজ্রাঘাতে মানুষ মারা যায়, এমনকি মাত্রগৰ্ভের জ্বরণও নষ্ট হয়, কোন কোন গাছ-পালা প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয়। এই বিদ্যুৎ আবার মানুষের জন্য আশাও নিয়ে আসে। কারণ তা উর্বরতা দানকারী বৃষ্টির আগমন ঘোষণা করে এবং নানা প্রকার রোগের জীবাণু ধ্বংসের সহায়ক হয় এবং মহামারী বিস্তার রোধ করার কাজ করে থাকে।

১৪২৯। 'দাওয়াতুল হক' অর্থাৎ প্রকৃত দোয়া কেবল তাঁরই অধিকার। এর অর্থ এভাবেও করা যায় : (১) আল্লাহ ছাড়া আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়, (২) শুধু আল্লাহ তাআলার ইবাদতই মানুষের জন্য উপকারী ও কার্যকর, (৩) একমাত্র আল্লাহরই আওয়াজ সত্যের সমর্থনে অংসর হতে থাকে এবং (৪) কেবল তাঁর কথাই চিরস্থায়ী।

১৪৩০। জীবনে কৃতকার্য হওয়ার সঠিক পথ হলো প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্তস্থানে স্থাপন করা, যথাঃ স্রষ্টাকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া এবং সৃষ্টির সব কিছুর স্ব স্ব উপযুক্ত স্থান স্বীকার করে নেয়া। এটা হলো সফলতা ও শাস্তির চাবিকাঠি।

১৭। *তুমি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর, 'আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক কে'? তুমি বলে দাও, 'আল্লাহই'। তুমি আরো বল, 'তবে কি তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব বস্তু বানিয়ে বসেছ যারা নিজেরাই নিজেদের কোন লাভক্ষতির ক্ষমতা রাখে না?' তুমি জিজ্ঞেস কর, 'ং' অঙ্গ আর চক্ষুশ্বান কি সমান হতে পারে? অথবা অঙ্ককার ও আলো কি এক হতে পারে? কিংবা তারা কি আল্লাহর এমনসব অংশীদার বানিয়ে বসেছে, যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে বলে সৃষ্টির বিষয়টি তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে?' তুমি বল, 'আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা। আর তিনি এক-অদ্বিতীয়'^{৪৩২} (ও) প্রবল প্রতাপাবিত।'

১৮। *তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। এর ফলে উপত্যকাগুলো নিজ নিজ ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী প্লাবিত হয়। এ প্লাবনই এর (উপরিভাগে) স্ফীত ফেনা বয়ে নিয়ে আসে। আর তারা অলংকার বা তৈজসপত্র বানানোর জন্য যে (ধাতু) আগুনে উত্তপ্ত করে তা থেকেও একই ধরনের ফেনা ভেসে ওঠে। এভাবেই আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার উপমা দিয়ে থাকেন। ফেনা তো বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু যা মানুষের উপকার করে তা পৃথিবীতে স্থায়ী হয়। এভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহ^{৪৩৩} বর্ণনা করে থাকেন।

قُلْ مَنْ زَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قُلْ
اللَّهُ أَقْدَرَهُ أَفَا تَتَحَمَّلُ شَمْمٌ دُونَهَا
أَوْ لِيَاءً لَا يَمْلِكُونَ لَا نُفْسِهِمْ تَفْعَلُ
وَلَا ضَرَّاءً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَشْتَوِي الظُّلْمَتُ
وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا اللَّهَ شَرَّ كَاءَ خَلْقَهُ
كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ
قُلْ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ^⑭

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَأَلَ
أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَاخْتَمَ السَّيْلُ
زَبَدًا رَّأِيَاءً وَمَمَّا يُوْقَدُ وَنَ
عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيلَةً أَوْ مَتَاعَ
زَبَدَ مَثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْعَقَّ
وَالْبَأْطِلَهُ فَآمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
جُفَاءً وَآمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ
فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ^⑯

দেখুন : ক. ২৩ঃ৮৭; খ. ২৫ঃ৪; গ. ১১ঃ২৫; ঘ. ৩৯ঃ২২।

১৪৩১। এই আয়াত এক মহান সত্য মূর্ত করে তুলেছে, যথা— সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক বিধান মেনে চলতে বাধ্য, যেমন জিহ্বা অবশ্যই স্বাদ গ্রহণের কাজ করবে এবং কর্ণ না শুনে পারে না। প্রকৃতির এই আইনের প্রতি আনুগত্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু মানুষকে আবার বিশেষ স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছে, যেখানে সে নিজের ইচ্ছাক্রিএশন এবং পরিণামদর্শী বিবেক ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তরুণ কার্যত যেখানে মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে বলে মনে হয়, সেখানেও সে বিশেষ বাধ্যবাধকতার অধীন এবং তাকে আবশ্যিকভাবে তার সব কাজে আল্লাহ তাআলার বিধান মেনে চলতে হয়, সে এটা পসন্দ করুক বা না করুক। 'স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়' শব্দবলী দু'প্রকারের মানুষকেও বুঝাতে পারে, যথা— মু'মিন (বিশ্বাসী)যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহ তাআলার নিকট আস্তসমর্পণ করে আর অবিশ্বাসী ও অধীকারকারীরা তাঁর বিধান অনিচ্ছা সন্ত্রেণ মেনে চলতে বাধ্য হয়।

১৪৩২। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলার তওহীদ বা একত্ববাদ বুঝাতে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে : (১) আহাদ এবং (২) ওয়াহেদ। প্রথমোক্ত শব্দ পবিত্রাসূচক এবং এর দ্বারা আল্লাহর সম্পূর্ণ একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, অতুলনীয়তা এবং অংশীহীনতা বুঝায়। 'ওয়াহেদ' শব্দ প্রথম বা আরম্ভ বুঝায় এবং এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইত্যাদি অনুগামী রয়েছে। আল্লাহর গুণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহ তাআলা হলেন প্রকৃত মূল উৎস যেখান থেকে সকল সৃষ্টির উত্তর হয়েছে এবং সকল বস্তু তাঁরই দিকে আভাস দেয়— যেমন দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বাভাবিকভাবেই প্রথমের প্রতি আভাস দেয়। কিন্তু যেখানেই কুরআন অংশীবাদিতামূলক মিথ্যার খণ্ডন করেছে সেখানেই 'আহাদ' শব্দের ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ যিনি এক এবং তিনি কোন সন্তানের জন্য দেন নাই, তাঁর কোন অংশীদার নেই (১১২ঃ২)।

১৪৩৩ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ঞ্জনী
২
[১১] ৮

১৯। যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয় (তাদের জন্য) রয়েছে কল্যাণ। আর যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় না যদি ^১পৃথিবীতে যা আছে এর সবটাই তাদের হতো এবং এর সাথে এর সম্পরিমাণ আরও (যদি তাদের থাকতো) তাহলে তারা এ (সব কিছু) দিয়েও (আয়ার থেকে রক্ষা পাওয়ার) চেষ্টা করতো। এদেরই ভাগ্যে রয়েছে মন্দ হিসাবনিকাশ। আর এদেরই ঠাঁই হলো জাহানাম। আর তা কত নিকৃষ্ট বিশ্বামিস্ত্র!

يَلِّيْزِينَ اشْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ
وَالَّذِينَ لَمْ يَشْتَجِبُوا لَهُ لَوْا نَكَارًا لَهُمْ
مَّا كَفَرُوا فِي أَهْرَاضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
لَا فَتَدَوْا بِهِمْ دُولَيْكَ لَهُمْ سُوءٌ
الْحِسَابُ وَمَآءِلُهُمْ جَهَنَّمُ وَيُئْسِنَ
الْمِهَادُ^{১১}

২০। তোমার প্রতি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবর্তীর্ণ করা হয়েছে তা যে সম্পূর্ণ সত্য, এ কথা যে জানে সে কি তার মত হতে পারে যে অন্ধ? কেবল বুদ্ধিমানেরাই উপদেশ গ্রহণ করে,

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ مِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ^{১২}

২১। (অর্থাৎ) ^২যারা আল্লাহর সাথে (কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না

الَّذِينَ يُؤْفِونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ
يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ^{১৩}

২২। এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন তা অক্ষুণ্ণ রাখে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালককে^{১৪০৪} ভয় করে এবং মন্দ হিসাবনিকাশকে ভয় পায়।

وَالَّذِينَ يَصْلُوْنَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُؤْصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ
سُوءَ الْحِسَابِ^{১৪}

২৩। আর তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধরে, নামায ^৩কায়েম করে, আমরা তাদের যা-ই দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ^৪পুণ্যের^{১৪০৫} মাধ্যমে পাপকে প্রতিহত করে। এদেরই জন্য রয়েছে পরকালের উত্তম পরিণাম,

وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَابْتَغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ
سِرَّاً وَعَلَانِيَةً وَيَذْرُعُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ أَوْ لِيْكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ^{১৫}

দেখুন : ক. ১৪৩৭; ৩৯৪৮; খ. ৬৪১৫২; ১৬৪৯২; ১৭৪৩৫; গ. ২৪৪; ৮৪৪; ১৪৪৩২; ২৭৪৪; ঘ. ৪১৪৩৫।

১৪৩৩। এই আয়াতে দু'টি অত্যন্ত চমৎকার উদাহরণ দেয়া হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তে সত্যকে পানির সঙ্গে এবং মিথ্যাকে পানির উপরে ভাসমান ফেনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পানির উপরে সৃষ্ট ফেনা যেমন প্রথমদিকে বা শুরুতে পানিকে আচ্ছাদিত করে ফেলে, তেমনি মিথ্যাকেও প্রারম্ভে সত্যের উপর বিজয়ী বা শক্তিশালী বলে মনে হয়। কিন্তু পরিণামে ফেনা যেরূপ ক্ষণস্থায়ী হয় এবং দেখতে দেখতে প্রবল স্ন্যাতের মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং সকল আবর্জনা বিধোত ও বিলীন হয়ে স্বচ্ছ পানির স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যাও ছিন্নভিন্ন হয়ে অবশেষে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত সোনা বা রূপার উদাহরণ দেয়া হয়েছে। আগুনে পুড়িয়ে অগ্রয়োজনীয় ও অবাঙ্গিত ময়লা বের করে আলাদা করে ফেলে দেয়ার পর স্বর্ণ বা রূপার উজ্জ্বল্য এবং খাঁটি ধাতুর অস্তিত্ব ফুটে ওঠে।

১৪৩৪। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসীর সাথে দায়িত্ব পালন করার পর মু'মিন (বিশ্বাসী) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্য সমাপন করে থাকে। এই দু'টি কর্তব্য সম্পাদনের উপরই ধর্মের সম্পূর্ণ কাঠামো স্থাপিত।

২৪। (অর্থাৎ) ক্ষেত্রস্থায়ী সব জান্নাত। এতে এরা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং এদের বাপদাদা, জীবনসঙ্গী ও সন্তান-সন্ততিদের^{১৪৩৬} মাঝে যারা সৎকর্মপ্রায়ণ হবে তারাও (প্রবেশ করবে)। আর ফিরিশ্তারা প্রত্যেক প্রবেশপথ^{১৪৩৭} দিয়ে তাদের কাছে আসবে,

২৫। (এবং বলবে) “তোমাদের প্রতি ‘সালাম’ (অর্থাৎ শান্তি)। কেননা তোমরা ধৈর্য ধরেছিলে। অতএব কতই উভয় পরকালের এ আবাস!

২৬। আর “যারা আল্লাহর (সাথে কৃত) অঙ্গীকার সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায় এদেরই জন্য (আল্লাহর) অভিশাপ। আর এদেরই জন্য রয়েছে পরকালের নিকৃষ্ট আবাস।

৩ [৮] ২৭। “আল্লাহ যার জন্য চান রিয়্ক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্য চান তা) সংকুচিতও করেন। আর “তারা পার্থিব জীবন নিয়েই আনন্দিত, অথচ পার্থিব জীবন পরকালের তুলনায়^{১৪৩৮} ৯ সাময়িক ভোগবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৮। আর যারা অঙ্গীকার করেছে তারা বলে, “তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি কোন নির্দশন কেন অবর্তীর্ণ করা হয়নি?” তুমি বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান পথভৃট^{১৪৩৯} সাব্যস্ত করেন। আর তিনি নিজের দিকে (কেবল) তাকেই পথ দেখান^{১৪৪০} যে (তাঁর প্রতি) বিনত হয়,

দেখুন : ক. ৪০:৯; খ. ৩৯:৭৪; গ. ২৪:২৮; ঘ. ২৯:৬৩; ৩০:৩৮; ৩৯:৫৩; ঙ. ১০:৮; চ. ৬:৩৮; ১০:২১; ২৯:৫১; ছ. ১৪:৫; ৭৪:৩২।

১৪৩৫। মন্দের বা অনাচারের মূল্যোৎপাটনের জন্য মু’মিন বান্দারা যথোপযুক্ত পস্তা অবলম্বন করে থাকে। শান্তি দ্বারা যদি প্রয়োজনমত সংশোধনের কাজ হয় এবং ক্ষমা প্রদর্শনে যদি ইঙ্গিত সুফল পাওয়ার সন্তানবন্ন থাকে তবে তারা সেই পস্তা অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রয়োগ করে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, বিশ্বাসীরা অবস্থাভেদে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করে মন্দকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়।

১৪৩৬। এই আয়াত এক মহান নীতির কথা প্রকাশ করেছে। যে কোন সৎকর্ম কোন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। সুতরাং সেই নেক কাজের পুরস্কারের মধ্যে সহায়তাকারী সকলকে আনুপাতিক হারে অংশীদার করা হয়।

১৪৩৭। বিশ্বাসীদের নানা ধরনের সৎকর্ম পারলৌকিক জীবনে তাদের নিকট বিভিন্ন জান্নাতী দরজার মতো পরিদৃষ্ট হবে যার মধ্য দিয়ে ফিরিশ্তাগণ এসে তাদেরকে অভিবাদন বা সালাম পৌছাবেন।

১৪৩৮। এখানে ‘ফী’ আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী তুলনামূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

جَنَّتُ عَذْنِ يَدْ خُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ
مِنْ أَبَارِئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَ
الْمَلِّيْكَةُ يَدْ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
بَأْبِ

سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَمِنْ بَعْدِ
وَيَثْثَاثِقُهُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَئِكَ لَهُمُ الْغَنَّةُ وَلَهُمْ سُوءُ
الْدَّارِ

أَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ
يَقْدِرُهُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
مَتَّعٌ

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ
عَلَيْهِ أَيَّةٌ مِنْ رَبِّهِ دُقْلَ إِنَّ اللَّهَ
يُفْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ الَّذِينَ
أَنَّابَ

২৯। (অর্থাৎ) যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহকে^{১৪৪০} স্মরণ করে প্রশান্তি লাভ করে। মনে রেখো! আল্লাহকে স্মরণ করলে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

৩০। *যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অতি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান এবং অতি উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।'

৩১। এভাবেই আমরা তোমাকে এমন এক জাতির কাছে পাঠিয়েছি যাদের পুর্বে অনেক জাতি গত হয়েছে, যেন তাদেরকে তুমি তা পড়ে শুনাও যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করেছি যদিও *তারা রহমান (আল্লাহকে) অস্বীকার করছে। তুমি বল, 'তিনি আমার প্রভু-প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর ওপরই আমি ভরসা করছি এবং তাঁর দিকেই আমার (বিনীত) প্রত্যাবর্তন।'

৩২। আর কুরআন যদি এমনই হতো যা দিয়ে পাহাড়পর্বত^{১৪৪১} স্থানচুত করা যেত অথবা যা দিয়ে পৃথিবীকে খন্ডবিখন্ড^{১৪৪২} করে দেয়া যেত কিংবা যার মাধ্যমে মৃতদের সাথে কথা^{১৪৪৩} বলা যেত (তরুণ তারা সন্দেহেই পড়ে থাকতো)। প্রকৃতপক্ষে সব সিদ্ধান্ত পুরোপুরি আল্লাহরই (হাতে)। অতএব *যারা ঈমান এনেছে তারা কি অবগত নয়, আল্লাহ যদি চাইতেন তিনি সব মানুষকে হেদায়াত দিয়ে দিতেন? আর যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহর (চূড়ান্ত) প্রতিশ্রূতি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কৃতকর্মের দরুণ গ্রহণ করে তাদের ওপর (হৃদয়ে আঘাতকারী) কোন না কোন ভয়ঙ্কর আঘাত আসতে থাকবে ৪ অথবা এ (আঘাত) তাদের বাড়ীঘরের ধারে কাছে^{১৪৪৪} নেমে [৫] আসতে থাকবে। আল্লাহ নিশ্চয় প্রতিশ্রূতির ব্যতিক্রম করেন ১০ না। *

দেখুন : ক. ৩:১৬, ১৮, ৩১, ১০৮, ৬৮; ৩৫, ৯৮: ৮-৯; খ. ২৫: ৬১; গ. ৩:১৫৫, ৩০:৫, ঘ. ২২:৫৬।

১৪৩৯। আল্লাহ তাআলার এক অপরিবর্তনীয় বিধান হলো যারা বা যাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি রঞ্জু বা আকৃষ্ট হয় আল্লাহ তাদেরকেই হেদায়াত দান করেন এবং যারা আল্লাহর প্রতি বিমুখ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আহ্বানে সাড়া দেয় না, বরং হেদায়াত গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে তাদেরকে তিনি তাদেরই মর্জিই উপরে ছেড়ে দেন। ফলে তারা নিজেরাই বিপথগামী হয়ে যায়।

১৪৪০। স্টার্টার সদ্বান করা মানবাভার এক চিরতন প্রবল ইচ্ছা এবং এটাই মানবজীবনের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য যখন অর্জিত হয় তখনই মানুষের মনে চরম শান্তি বিরাজ করে। কারণ সে তখন নিজে আল্লাহ তাআলার ক্রোড়ে বা তাঁর আশ্রয়ে আছে- এই প্রত্যয়ের সাথে জীবন যাপন করতে থাকে।

১৪৪১। জাবাল (পাহাড়) বহুবচনে জিবাল, যার আলঙ্কারিক অর্থ : (১) গোত্র বা গোষ্ঠীর নেতা, (২) সমসাময়িক লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান ব্যক্তি, (৩) ভীষণ দুঃখ, ক্লেশ, দুর্যোগ (আকরাব)। এখানে তফসীরাধীন বাক্যাংশের অর্থ হতে পারে, সকল কঠিন সমস্যা, মানুষকে যেগুলোর সম্মুখীন হতে হয়, কুরআন করীম তার সমাধান দেয়। এও হতে পারে, এটি (কুরআন) সব পুরনো নিয়মাবলী রদ করেছে এবং নানা প্রকার মানবিক সমস্যা সমাধানে নতুন পথ উন্মুক্ত করেছে।

১৪৪২, ১৪৪৩ ও ১৪৪৪ এবং ★ চিহ্নিত টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

الَّذِينَ أَمْنُوا وَ تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ
بِذِكْرِ اللَّهِ وَ آلَهُ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ
الْقُلُوبُ^(১)

الَّذِينَ أَمْنُوا وَ عَمِلُوا الصِّلَاةَ
طُوبٌ لَهُمْ وَ حُسْنٌ مَّا بِ^(২)

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهَا أُمَّةٌ لَتَتَلَوَّ أَعْلَيْهِمُ الَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْنَكَ وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ
قُلْ هُوَ رَبِّيْنِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جَعْلِيْ
تَوَكِّلْتُ وَ رَأَيْتُهُ مَتَابِ^(৩)

وَلَوْاَنَ قُرْآنًا سِيرَتِيْ
قُطِّعَتِيْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمِيْ بِهِ الْمَوْقِعُ
بِلْ تَلَوَّ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يَعْسَى
الَّذِينَ أَمْنُوا أَنَّ لَوْيَشَاءُ اللَّهُ لَهَمَّيْ
النَّاسَ جَوِيعًا وَ لَا يَزَالُ الَّذِينَ
كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا فَارْعَةُ
أَوْ تَحْلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَا يَعْسَى
وَغُدُ الدِّلْوِيْ
رَأَنَ اللَّهَ لَا يُغَلِّفُ^(৪)
الْمِيقَادَ^(৫)

৩৩। আর নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলদের সাথে ঠাউবিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু যারা অস্বীকার করেছিল ‘আমি কিছু কালের জন্য তাদের অবকাশ দিয়েছিলাম। এরপর আমি তাদের ধরে ফেললাম। এখন দেখ! আমার শাস্তি কেমন (শিক্ষণীয়) ছিল!

৩৪। অতএব যিনি প্রত্যেকের কৃতকর্মের পর্যবেক্ষক তিনি কি (তাদের হিসাব নিবেন না)? ‘তারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে। তুমি বল, ‘তোমরা তাদের নামতো^{১৪৪৫} বল!’ তোমরা কি তবে পৃথিবীর এমন কোন বিষয় তাঁকে জানাবে যা তিনি জানেন না, নাকি (এসব) কেবল কথার কথা? আসলে যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে তাদের প্রতারণা সুন্দর^{১৪৪৬} করে দেখানো হয়েছে। আর ‘আল্লাহ’ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নেই।

৩৫। ‘তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে শাস্তি এবং নিশ্চয় পরকালের আয়াব আরো কঠোর হবে। আর আল্লাহর (আয়াব) থেকে (বাঁচানোর জন্য) তাদের কোন রক্ষকর্তা নেই।

৩৬। মুত্তাকীদেরকে ‘যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এর দৃষ্টান্ত হলো (এমন যে) এর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়, এর ফলফলাদি^{১৪৪৭} এবং এর ছায়া চিরস্থায়ী। যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এ হলো তাদের পরিণাম এবং কাফিরদের পরিণাম হবে আগুন।

দেখুন ৪ ক. ২২৪৪৫; খ. ৬০১০১; ১০৯৬৭; ১৩৯১৭; গ. ১৭৯৯৮; ৩৯৯২৪, ৩৭; ঘ. ৩৯৯২৭; ৬৪৯৩৪; ঙ. ২৯২৬; ৪৯৫৮; ৪৭৯১৬।

১৪৪২। এই বাক্যের রূপক অর্থ হলো কুরআন দ্রুত গতিতে সারা দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করবে। শান্তিক অর্থে শক্র এলাকা হতে ভূখণ্ড কর্তন (বিচ্ছিন্ন) করে বিশ্বসীর দখলে অর্পণ করা হবে।

১৪৪৩। আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তিদেরকে কুরআনের সাহায্যে কেবল শীত্র নতুন জীবন দান করা হবে না, দেখতে দেখতে তারা তত্ত্বপূর্ণ জানের কথাও বলবে এবং সারা পৃথিবীতে কুরআনের বাণী প্রচার করবে।

১৪৪৪। অবিশ্বাসীদের উপর বিপদের পর বিপদ নেমে আসতে থাকবে এবং একের পর এক বিপর্যয় তাদের উপর নেমে আসতে থাকবে যে পর্যন্ত না তাদের দুর্গতুল্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল প্রধান নগরী মকার পতনের মাধ্যমে তাদের শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে।

* [কুরআন করীম তেলাওয়াত করলে পাহাড় ও স্থানচ্যুত হয় না, পৃথিবীও খন্ডবিখন্ড হয় না এবং মৃতদের সাথেও কথা বলা যায় না। বরং এসব কিছুই আল্লাহর আদেশেই ঘটতে পারে। এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে হযরত সিসা (আ:) এর আদেশে পাহাড় স্থানচ্যুত হতো না, পৃথিবী খন্ডবিখন্ড হতো না এবং মৃতরাও জীবিত হতো না। বরং এসব আল্লাহর আদেশেই কার্যকর হতো। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাবে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৪৪৫, ১৪৪৬ ও ১৪৪৭ টীকাগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَقَدْ أَشْتَهِيَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا شَمَّ
آخَذْتُهُمْ نَفَّيْقَ گَانَ عَقَابٌ^{১৪}

آفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْيٍ بِمَا
كَسَبَثُجَ وَ جَعَلُوا إِلَيْهِ شَرَكَاءَ قُلْ
سَمْوَهُمْ دَأْمَ تُنَيْتُونَهُ بِمَا لَمْ يَعْلَمُ
فِي أَهْرَاضٍ أَمْ بِظَاهِرٍ هِرِّ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ
رُزِّيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوا
عَنِ السَّبِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا
لَهُ مِنْ حَادِّ^{১৫}

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ جَوَامِعَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ^{১৬}

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا نَهَرُ ، أَكُلُّهَا
دَأْرِمَ وَ ظَلَّمَاهَا تِلْكَ عَقْبَى الَّذِينَ
اتَّقَوا ۝ وَ عَقْبَى الْكُفَّارِ النَّارُ^{১৭}

৩৭। আর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা ^৫তোমার প্রতি যা অবর্তীণ করা হয় এতে আনন্দিত হয়। কিন্তু ^৬বিভিন্ন দলের^{১৪৪৮} মাঝে এমন লোকও আছে, যারা এর কোন কোন অংশ অস্থীকার করে। তুমি বল, ^৭‘আমাকে কেবল আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তাঁরই দিকে আমি তোমাদের আহ্বান জানাই এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।’

৫
[৬]
১১

৩৮। আর এভাবেই ^৮আমরা এটিকে এক প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী আদেশকর্পে অবর্তীণ করেছি। ^৯আর তোমার কাছে জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও তুমি যদি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কোন বন্ধু বা কোন রক্ষাকারীও হবে না।

৩৯। আর নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সত্তানসন্ততি দিয়েছি। আর ^১আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন রসূলের পক্ষে একটি নির্দর্শনও উপস্থিত করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক নির্ধারিত সময়ের জন্য একটি ঐশ্বী বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে।

★ ৪০। ^২আল্লাহ যা চান মুছে দেন এবং তিনি (যা চান তা) প্রতিষ্ঠিতও^{১৪৪৯} করেন। আর তাঁরই কাছে রয়েছে ^৩সব বিধানের^{১৪৫০} উৎস।

দেখুন ৪. ক. ২৪৫৩; খ. ২৪৫৩; গ. ১৮৪১১১; ৩৯৪১২; ৭২৪২১; ঘ. ১২৪৩; ২০৪১১৪; ৪৩৪৪; ঙ. ২৪১২১; ১৪৬৪৪২, ১৬; চ. ১৪৪১২; ৪০৪৭; ছ. ৪২৪২৫; জ. ৪৩৪৫।

১৪৪৫। এই কথা দ্বারা মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের উপাস্য দেবদেবীর নাম বল দেখি, অর্থাৎ তাদের কর্মকাণ্ড বা গুণবলী কি? এই আয়াতে নাম শব্দটি ব্যক্তিগত নাম বুবায় না, গুণবাচক নাম প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ তাদের কিছু দেবদেবীর ব্যক্তিগত নাম কুরআন উল্লেখ রয়েছে (৭১: ২৪)। ‘নাম তো বল’ শব্দত্রয় ঘৃণা বা তাচ্ছল্য ভাবের প্রকাশক অর্থাৎ অংশীবাদীর (মূর্তি পূজারীদের) দেবদেবী এতই তুচ্ছ যে সেগুলোর নাম উচ্চারণ করতেও তাদের লজ্জায় পড়তে হয়।

১৪৪৬। প্রায়শ এইরূপ ঘটতে দেখা যায়, যখন কোন লোক পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নেয় তখন সে ক্রমশ নিজেই নিজের প্রতারণার শিকার হয়ে যায়।

১৪৪৭। এর অর্থ, ফল কখনো ফুরাবে না। অর্থাৎ বেহেশতের ফলসমূহে কখনো হেমন্ত আসবে না, খাতু বিবর্ণ হবে না, কোন সুষ্ঠাবস্থাও বিরাজ করবে না। জাল্লাতের সুখ এবং অনুগ্রহরাজিতে কখনো বিষ্ণু বা বিরতি আসবে না। ‘ফল’ এবং ‘ছায়া’ শব্দদ্বয় বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। মুমিনরা বেহেশতে আল্লাহ তাআলার সকল প্রকার নেয়ামত তথা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আশিসসমূহ উপভোগ করতে থাকবে।

১৪৪৮-১৪৫০ টাকাগুলো পরবর্তী পঞ্চায় দ্রষ্টব্য

وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ
إِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَنْ أَلْخَرَ أَبِ مَنْ
يُنْكِرُ بَعْضَهُ دُقْلٌ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ
أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ
أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَا بِ^১

وَكَذِلِكَ آنَزَنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ
اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ، مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
دَيْقٌ^২

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ
جَعَلْنَا لَهُمَا ذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِإِيمَانٍ لَا يَرَدِينَ
اللَّهُ مِنْ كُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ^৩

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ^৪
عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَبِ^৫

৪১। আর ^كআমরা যেসব সতকীকরণমূলক প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দিয়েছি এর কোন অংশ আমরা যদি তোমাকে পূর্ণ করে দেখাই অথবা তোমাকে আমরা যদি (এর আগেই) মৃত্যু দিয়ে দেই তবে (উভয় অবস্থায়) ^كতোমার দায়িত্ব হলো কেবল সুস্পষ্টভাবে (বাণী) পৌছে দেয়া এবং হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমাদের ।

৪২। আর তারা কি লক্ষ্য করে না, নিশ্চয় ^كআমরা পৃথিবীকে এর চারদিক^{٤٥١} থেকে সংকুচিত করে আনছি? আর সিদ্ধান্ত আল্লাহই করেন। কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে না এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী ।

৪৩। আর ^كতাদের পূর্ববর্তীরাও অবশ্যই পরিকল্পনা করেছিল। তবে সব পরিকল্পনা আল্লাহরই^{٤٥١-ক} কর্তৃত্বাধীন। প্রত্যেকে যা অর্জন করে তিনি তা জানেন। আর ^كপরকালের উন্নত আবাস কার জন্য অঙ্গীকারকারীরা তা অবশ্যই জানতে পারবে ।

৪৪। আর যারা অঙ্গীকার করেছে তারা বলে, ^ك‘তুমি (আল্লাহ কর্তৃক) প্রেরিত নও।’ তুমি বলে দাও, ^ك‘আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং যার কাছে এ কিতাবের^{٤٥١-খ} জ্ঞান আছে সে-ও (সাক্ষী)।’

[৬]
১২

দেখুন : ক. ১০৪৪৭; ৪০৪৭৮ খ. ৩৪২১; ৫৪৯৩; ১৬৪৮৩ গ. ২১৪৪৫ ঘ. ৩৪৫৫; ৮৪৩১; ১৪৪৪৭; ২৭৪৫১ ঙ. ২৮৪৩৮ চ. ২৫৪৪২ ছ. ৪৪১৬৭; ৬৪২০; ২৯৪৫৩; ৪৮৪২৯।

১৪৪৮। ‘আহ্যাব’ অর্থ দলসমূহ অর্থাৎ ঐ সকল লোকের দল যাদের নিকট নবী প্রেরিত হন কিন্তু তারা তাঁকে (আল্লাহর নবীকে) গ্রহণ করে না ।

১৪৪৯। এই আয়াতে ঐশ্বী আযাব বা শাস্তি সম্পর্কে দুটি নিয়ম নির্দেশ করছে : (ক) আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে শাস্তি রদ করে থাকেন (সম্পূর্ণরূপে বা আশিকরূপে) অথবা আল্লাহ একে (শাস্তি) নিশ্চিতরূপে বিধিবদ্ধ করে দেন।

১৪৫০। (ক) সকল অনুশাসনের মূল কারণ বা তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সঠিক জানেন, (খ) শরীয়তের সকল বিধানের ভিত্তি আল্লাহ তাআলার সিফ্র বা গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব বিধান বা শরীয়তের মূল উৎস আল্লাহ তাআলা। উন্মুক্ত অর্থ মাতা, উৎস, ভিত্তি, মূল, শিকড়, উপকরণ, অবস্থান বা ধরে রাখা (লেইন)।

১৪৫১। ‘আতরাফ’ অর্থ কোন বস্তুর শেষসীমা বা কিনারা, সাধু-সজ্জন এবং নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকও বুঝায়। এই আয়াতের অর্থ : তারা কি দেখে না, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে এর কিনারা থেকে সংকুচিত করে এনেছেন? অর্থাৎ ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে আরবের সকল স্থানে, প্রত্যেক গৃহে, সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এবং সর্বপ্রকার সমাজে বড়-ছোট, ধনী-নির্ধন, দাস এবং প্রভু প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে ।

১৪৫১-ক। ইসলামের শক্তদের সকল গোপন মড়য়াত্তের কথা আল্লাহ তাআলা ভালভাবে জানেন। কাজেই তাদের প্রতারণাপূর্ণ কৌশলের কোন পরিকল্পনাই তাঁর (আল্লাহ) উদ্দেশ্যকে অর্থাৎ ইসলামের চরম বিজয়কে ব্যর্থ করতে পারবে না ।

১৪৫১-খ। ‘এ কিতাবের জ্ঞান’ বাক্যাংশ দ্বারা নতুন ঐশ্বী নির্দর্শনাবলী এবং পূর্ববর্তী ধর্মের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত নবী কারীম (সা:) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বুঝাতে পারে ।

وَإِنَّمَا تُرِيَّنَكَ بَعْضَ الْأَذْيَ
نَعْدُهُمَا وَنَتَوْفِيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ③

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي أَلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا
مِنْ أَطْرَافِهَا وَإِنَّمَا يَخْكُمُ لَأَمْعَقَبَ
لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ④

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْلَهُ
الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ
عَقْبَى الدَّارِ ⑤

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَشَتَ مُرْسَلًا
قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَبِ ⑥